ভূমিকা

ভূমিকা

কথাসাহিত্যিক প্রমথনাথ বিশী বাংলা সাহিত্যের এক জাগ্রত বিস্ময় - এক অনন্য শিল্পী প্রতিভা। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের এক স্বতন্ত্র পথের পথিক, এক নতুন সুরের প্রবর্তক। এক সর্বতোমুখী প্রতিভার অধিকারী প্রমথনাথ বিস্ময়কর সব্যসাচী - বাংলা সাহিত্যের অদ্বিতীয় স্রষ্টা। তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর যেখানে যেখানে পড়েছে সূর্যের রশ্মির মতোই তা বহুবর্ণে রঞ্জিত হয়ে উঠেছে। প্রমথনাথ এমনি এক ব্যক্তিত্ব ও শিল্পী প্রতিভার অধিকারী যে তাঁর প্রতিভার মূল্যায়ন এক দুরূহ কাজ। বিষয়বস্তু নির্বাচনে ও নব আঙ্গিক নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে তিনি সাহিত্যের প্রতিটি শাখায় অবাধ বিচরণ করেছেন; সেজন্য তাঁর সাহিত্য বিস্মৃতির অধ্যায়ে তলিয়ে যায় নি বরং তাঁর সৃষ্ট সাহিত্য নিয়ে অবক্ষয়িত বিশ্বসভ্যতার নতুন করে মূল্যায়ন করবার সময় এসে গেছে, আসিন্ন নতুন সহস্রাব্দে তাঁর জন্মশতবর্ষ, জন্মশতবর্ষের আলোকে আরও নতুন নতুন পথের সন্ধান এনে দেবে বলে আমার সুদৃঢ় ধারণা। এক বিস্ময়কর সব্যসাচী বলাটা মোটেই অতিরঞ্জন নয় একারণেই যে তাঁর রচিত সাহিত্য নিঃসন্দেহে অভিনব ও মৌলিক চিন্তাধারার সাক্ষ্যবহ। এই মৌলিকত্ব ও অভিনবত্বের প্রকাশ ঘটেছে তাঁর বৈচিত্র্যময় উপন্যাসের পাতায়, অসংখ্য জীবনধর্মী ছোটগল্পে, বিশুদ্ধ সৌন্দর্যবোধের প্রকাশ ঘটেছে তাঁর লেখা অজস্র কবিতাগুচ্ছে, ক্ষুরধার রঙ্গব্যঙ্গ পরিপূর্ণ বুদ্ধিদীপ্ত নাটকগুলোতে, বস্তুনিষ্ঠ ও ব্যক্তিগত বহুমুখী একান্ত সাবলীল প্রবন্ধমালায় এবং 'বিচিত্র সংলাপ' নামে কিছু কাল্পনিক রচনার মধ্য দিয়ে। বলাবাহুল্য সবক্ষেত্রেই তাঁর লেখনীর অবাধ গতি। তাঁর প্রত্যেকটি রচনাই সাহিত্যগুণ সম্পন্ন একথা হয়তো বলার অপেক্ষা রাখে না। বাংলা সাহিত্যে এই অদ্বিতীয় স্রষ্টার স্থায়ী আসন সুপ্রতিষ্ঠিত এতে কোনো দ্বিমত না

থাকাটাই স্বাভাবিক ।অথচ প্রমথনাথ বিশীর সাহিত্ত কর্ম নিয়ে কোনো গবেষণা অভিসন্দর্ভ প্রকাশিত হয় নি ।

বাংলা সাহিত্যের স্বতন্ত্র পথের পথিকৃৎ প্রমথনাথ বিশী লোকান্তরিত হয়েছেন ১০ই মে ১৯৮৫ । ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই জুন অবিভক্ত বঙ্গদেশের উত্তরবঙ্গের এক প্রত্যন্ত অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করে প্রায় ৮৪ বছর বয়সে প্রমথনাথ বিশীর পরলোকগমন বাংলা সাহিত্য গগন থেকে একজন সত্যিকার বিরল প্রতিভা সম্পন্ন সাহিত্য শিল্পীর বিদায়পর্ব নিঃসন্দেহে বাংলা সাহিত্যের অপূরণীয় ক্ষতির সূচনা করল । তাঁর মৃত্যুর পর ইতিমধ্যে ১৪ বছর অতিক্রান্ত । এমন অবস্থায় তাঁর সাহিত্য কর্ম নিয়ে গবেষণা করার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে।

কল্লোল ও কল্লোলোত্তর বাংলা কথা সাহিত্যে কথাসাহিত্যিক হিসেবে প্রমথনাথ বিশীর একটা বিশিষ্ট ভূমিকা আছে । কথা সাহিত্যিক হিসাবে নানা কারণে তাঁর কথাসাহিত্য বিশিষ্টতার দাবী রাখে। অসামান্য সৃজনী প্রতিভা নিয়ে বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে তাঁর আবির্ভাব যথার্থ শিল্পরূপের পরিচয়বাহী। সাধারণতঃ দেখা যায় যে আমাদের সাহিত্যে যাঁরা বড় মাপের লেখক তাঁরা মুখ্যতঃ সাহিত্য রচনাকে পেশা হিসেবেই গ্রহণ করেছেন । কিন্তু প্রমথনাথ বিশীর ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম লক্ষ্য করি । পেশায় তিনি ছিলেন অধ্যাপক, গবেষক, সংবাদপত্রের সম্পাদক সর্বোপরি দেশসেবক । তাঁর স্বদেশ চেতনার পরিচয় বহন করে তাঁর রাজনৈতিক জীবনে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে । রাজ্য বিধানসভা ও রাজ্যসভার সদস্য হয়ে দেশের জনকল্যাণমুখী কর্মযজ্ঞে নিজেকে নিয়োজিত করেও একই সঙ্গে তার পাশাপাশি তিনি সাহিত্যিক জীবন বজায় রেখে গেছেন। বিস্ময়ের বিষয় বৃহত্তর কর্মপরিধির মধ্যে নিজেকে আত্মনিয়োগ করে ব্যক্তিজীবনের বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতাকে নিয়ে এবং কল্পনাপ্রবণ মানসিকতার সমবায়ে বাংলা কথা সাহিত্যকে তিনি সমৃদ্ধ করে তুলেছেন এবং জনপ্রিয় কথা সাহিত্যিকের

মর্যাদা লাভ করতে পেরেছেন । অধ্যাপনার সঙ্গে সৃজনী সাহিত্যের সার্থক মেলবন্ধন গড়ে তুলবার ব্যাপারে প্রমথনাথ বিশীর সমকক্ষতা দাবী করতে পারে এমন লেখকের সংখ্যা বলতে গেলে খুবই কম । বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের প্রথম সার্থক প্রতিভার দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন বঙ্কিমচন্দ্র, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেকটর পদে যোগদান করেও তাঁর সাহিত্য রচনা থেমে থাকে নি। রবীন্দ্রনাথ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের মিলনতীর্থ রূপে বিশ্বভারতীর শিক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যরচনাকে সাবলীল গতিতে এগিয়ে নিয়েছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কলেজের অধ্যাপক প্রমথ চৌধুরী নতুন ধারার সাহিত্য উত্তরসূরীদের পথের সন্ধান দিয়ে গেছেন। বুদ্ধদেব বসু তাঁর অধ্যাপকীয় সত্তার পাশাপাশি এক রোম্যান্টিক সাহিত্য রচনা করেছেন, ব্যারাকপুরের নিকটবর্তী হরিপদ ইনস্টিটিউশনের শিক্ষকতা গ্রহণ করেও বাংলা সাহিত্যে বিভূতিভূষণ আপন বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। পেশায় চিকিৎসক হলেও ভাগলপুরে থেকে বনফুলের লেখা কথাসাহিত্য বৈচিত্র্যপূর্ণ। সৈয়দ মুজ্তবা আলী কাবুল, কায়রো, বরোদা, বগুরা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও কবিতীর্থ বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেও বাংলা সাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় পেশায় ছিলেন অধ্যাপক যদিও তাঁর মূল পেশা ছিল সাহিত্য বিশেষ করে কথাসাহিত্য। প্রমথনাথও শান্তিনিকেতনের বিশ্বভারতী, রিপন কলেজ যার বর্তমান নাম সুরেন্দ্রনাথ কলেজ , কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সাহিত্যে এক নতুন ভুবনের সৃষ্টি করে অম্লান প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেলেন। সাহিত্য রস পিপাসুর কাছে তাই প্রমথনাথ এক উজ্জ্বল নাম।

অধ্যাপনা যদিও প্রমথনাথের মুখ্য পরিচয় নয় তবুও দেখা যায় যে সাহিত্যের মতো অধ্যাপনার জীবিকাটিকেও তিনি সমান গুরুত্ব দিয়ে ছাত্রমানসে স্থায়ী আসন অধিকার করে রইলেন। বিপুল সাহিত্য সম্ভার আনুমানিক প্রায় ৯০ টির ঊর্ধ্বে গ্রন্থ রচনা করতে গিয়ে

কখনও তিনি সাহিত্যের নাম করে অধ্যাপনার পবিত্র কর্তব্যকে ছোট করে দেখেন নি। তাঁর বাচনভঙ্গী এবং পাঠদানের মধ্যে রসসৃষ্টির অনুপম কৌশলের জন্য প্রতিটি ছাত্রই তাঁর গুণমুগ্ধ ও পাঠমুগ্ধ - এই নৈপুণ্যই তাঁকে জনপ্রিয় করে তুলেছে। অধ্যাপনা ও সাহিত্য রচনা এই দ্বৈতবৃত্তির মধ্যে একটা সুসামঞ্জস্য বজায় রেখে এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেলেন শিল্পী প্রমথনাথ।

কিন্তু প্রমথনাথের শ্রেষ্ঠ পরিচয় যদিও সাহিত্য সেবা সেখানে কিন্তু তাঁর অধ্যাপকীয় সত্তা ম্লান হয়ে যায় নি। সৃজনশীল সাহিত্য রচনায় যখনই তিনি মনোনিবেশ করতেন তখন অধ্যাপকীয় ভাব প্রবাহকে পৃথক করে রাখতে পেরেছেন। একটি অপরটিকে কখনও ব্যাহত করেনি। বিস্ময়ের বিষয় এই যে তাঁর ব্যক্তিত্বের এই দুটি দিক সমানভাবে এগিয়ে গিয়ে পরিণতি লাভ করেছে। সাহিত্যিক হিসাবে তাঁর এই বিশিষ্টতা বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়।

কোন সাহিত্যিকের সাহিত্যরচনাকে বিচ্ছিন্নভাবে বিচার করা সঙ্গত নয়। এ কারণে যে একজন সাহিত্যিকের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সাহিত্যের খন্ডিত দিকের বিচার না করে পূর্ণরূপের সঙ্গে যোগসূত্র নির্ণয় করে মূল্যায়ন করা হলে সেটিই হবে সঠিক মূল্যায়ন। সাহিত্যকারের সমগ্র রচনার পটভূমিকায় সাহিত্যিকের প্রতিভার ক্রমবিকাশ ও ক্রমপরিণতির আলোকে এক একটি রচনার যোগসূত্র ও চুলচেরা বিচার করলে সাহিত্যিকের মনোভূমি নির্ণয় করা সহজ ও সঠিক হয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই প্রমথনাথের কথাসাহিত্যের বিশেষতঃ উপন্যাস শাখার বিষয়বস্তু ও আঙ্গিক বিচারে গবেষণা প্রকল্পের পরিকল্পনা নিয়েছি। প্রমথনাথের সাহিত্যজীবন শুরু হয়েছিল 'দেয়ালি' (১৯২৩) কাব্যগ্রন্থ হাতে নিয়ে এবং তাঁর কাব্য রচনায় পরিণত মনের পরিচয় পাওয়া যায় ১৯৩৮, ১৯৩৯ সাল থেকে। অতঃপর 'বসন্তসেনা' (১৯২৭), 'প্রাচীন আসামী হইতে' (১৯৩৪), 'বিদ্যাসুন্দর' (১৯৩৫), 'প্রাচীন গীতিকা হইতে'

(১৯৩৭), 'অকুন্তল' (১৯৪৬), 'যুক্তবেণী' (১৯৪৮), 'হংসমিথুন' (১৯৫১), উত্তরমেঘ' (১৯৫৪), 'কিংশুকবহ্নি' (১৯৫৯), 'রবীন্দ্রনাথ' ও 'অগ্রন্থিতা' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থে প্রমথনাথের বিশুদ্ধ সৌন্দর্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। বিশুদ্ধ সৌন্দর্যবোধ প্রধানতঃ প্রকৃতি ও নারী এই দুটি বিষয় তাঁর কাব্য গ্রন্থের প্রধান উপাদান। এছাড়াও প্রাচীন ঐতিহ্য, অতীতচারিতা, দেশীয় ও বিদেশীয় বিষয় কবিচিত্তে যেভাবে রেখাপাত করেছে তারই আলপনা এঁকেছেন প্রমথনাথ বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থে। তাঁর কাব্যে রবীন্দ্রনাথ ও কীট্‌সের কবিতার প্রভাব বেশী থাকলেও মহাকবি কালিদাস ও বৈষ্ণবকবি বিদ্যাপতির প্রভাবও সুস্পষ্ট।

অন্যদিকে প্র. না. বি. ছদ্মনামে প্রমথনাথ বিশী ক্ষুরধার রঙ্গব্যঙ্গপূর্ণ বুদ্ধিদীপ্ত সংলাপ উজ্জ্বল কয়েকটি নাটক নাট্যরসামোদীদের উপহার দিয়েছেন; যে নাটকগুলিতে বিংশ শতকের সমাজ জীবনের সঙ্কট ও মূল্যবোধের অপচয়ের দিকটি আলোকপাত করেছেন। প্রমথনাথ নিজেই জানিয়েছেন নিজের মত প্রচারের জন্য তিনি সাহিত্য রচনায় নিয়োজিত করেছেন নিজেকে। তাঁর সকল রচনার মূল উপজীব্য বাঙালীর ইতিহাসের সমালোচনা, বর্তমানের প্রতি ধিক্কার ও অনাগত ভবিষ্যৎ বাঙালী জাতির প্রতি আস্থা। স্প্যানিশ ট্র্যাজেডি ও হরার ট্র্যাজেডির অনুকরণে আইডিয়াকে প্রাধান্য দিয়ে হাসির নাটক লিখেছেন প্রমথনাথ। ব্যঙ্গে, কৌতুকে তাঁর নাটক আমাদের হাসায়, উত্তেজিত করে। তার সাক্ষ্য বহন করে 'ঋণংকৃত্বা' (১৩৪২), 'ঘৃতং পিবেৎ' (সানিভিলা) ১৩৪৩, 'ডিনামাইট' (১৩৪৯), 'সাবিত্রীর স্বয়ম্বর' (১৩৪৯), 'দক্ষিণ পাড়ার মেয়েরা' (১৩৪৯), তর্কনাটক 'মৌচাকে ঢিল' (১৩৫২), 'গভর্মেন্ট ইন্সপেক্টর্' (১৩৫১), 'পারমিট' (১৩৬৩), 'ভূতপূর্বস্বামী', 'হিন্দী উইদাউট টীয়ার্স' (১৩৭৮), 'জাতীয় উন্মাদাশ্রম' প্রভৃতি পূর্ণাঙ্গ নাটক। তাঁর একাঙ্ক নাটকগুলি যথাক্রমে 'পশ্চাতের আমি' (১৩৪৯), 'পরিহাস বিজল্পিতম' (১৩৫৩), 'বেনিফিট অব ডাউট'

(১৩৮১), 'কে লিখিল মেঘনাদ বধ' ? (১৩৮১), এবং অপ্রকাশিত দুটি নাটক 'স্বর্গ' ও 'আফিঙের ফুল' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উক্ত নাটকগুলি রচনায় জর্জ বার্নার্ড শ'র অনুগামী প্রমথনাথ এছাড়াও শেকস্‌পীয়ারের প্রভাবকেও অস্বীকার করেন নি। 'ঋণংকৃত্বা' নাটকে প্রেমানুরাগ ও বিশ্বাসঘাতকতার মাধ্যমে হাসির ঝরণাধারা প্রবাহিত হয়েছে। 'পারমিট' নাটকে পারমিট প্রথার স্বরূপ উদঘাটিত হয়েছে ও ভূয়ারাজনীতি, ফেরেববাজি, মূল্যবোধের অপচয় বর্ণিত হয়েছে। 'গভর্মেন্ট ইন্সপেক্টরে্' দিনাজপুরের ম্যাজিস্ট্রেট , জজ, পুলিশ , দাতব্য চিকিৎসালয়ের কর্তা সকলের মুখোশ খুলে দিয়েছেন বাস্তব পটভূমিতে। তর্কনাটক 'মৌচাকে ঢিল' এ ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠা, ক্ষমতাদখল, স্বার্থ ইত্যাদি অবক্ষয়িত সমাজের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেছেন। 'পরিহাস বিজল্পিতম ' নাটকে দেশোদ্ধারের নামে নৃত্য পরিকল্পনা অভিনবত্বের দাবী রাখে। ' জাতীয় উন্মাদাশ্রম ' নাটকে স্বাধীনতা উত্তর অস্থির রাজনৈতিক অবস্থা বর্ণিত হয়েছে । উক্ত নাটকগুলোর সঙ্গে প্রমথনাথের 'বঙ্গভঙ্গ' ও 'পনেরোই আগষ্ট' উপন্যাসের যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যায় ।

প্রমথনাথের দ্বৈত ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভার একদিকে আছে পান্ডিত্য যার প্রকাশ ঘটেছে তাঁর রবীন্দ্রচর্চা ও অন্যান্য সমালোচনামূলক লেখার মধ্যে । লেখক এখানে নির্ভেজাল প্রতিবেদনের মাধ্যমে স্বদেশ, সমাজ, জগৎ ও জীবন, শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সভ্যতা বিষয়ক জাতীয় চিন্তাচেতনার প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। সরাসরি পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন রস সেখানে তথ্য ও তত্ত্বের ভারে ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে নি বরং পান্ডিত্যপূর্ণ যুক্তির বিন্যাসে ভাব ও মননদীপ্তিই প্রধান হয়ে উঠেছে । এপ্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পাতে তাঁর উল্লেখযোগ্য বিভিন্ন শৈল্পিক সুষমামন্ডিত মূল্যবান প্রবন্ধগ্রন্থগুলি। সেগুলো যথাক্রমে 'চিত্রচরিত্র', 'বাংলার লেখক' (১৯৫০), 'জওহরলাল নেহেরু ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব' (১৯৫১)

'নানারকম' 'বাঙলার কবি', 'বিচিত্র উপল' (১৯৫১), 'বাংলা সাহিত্যের নরনারী' (১৯৫৩), 'কমলাকান্তের জল্পনা' (১৯৬২), এছাড়া 'রবীন্দ্রকাব্য প্রবাহ', 'রবীন্দ্রকাব্য নির্ঝর', 'রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন', 'পুরানো সেই দিনের কথা', 'রবীন্দ্র নাট্যপ্রবাহ', 'রবীন্দ্র বিচিত্রা', 'রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প', 'রবীন্দ্র সরণী', 'বঙ্কিম সরণী' প্রভৃতি সমালোচনামূলক প্রবন্ধে একদিকে লেখকের দৃষ্টি ছিল দিগন্তপ্রসারী অন্যদিকে অনুপম গদ্য শৈলীর প্রকাশ কেননা 'গদ্য কবীনাং নিকষং বদন্তি'। প্রমথনাথের জ্ঞান চিন্তা ও মননের এক ভাব পরিমন্ডল সৃষ্টি হয়েছে সমালোচনামূলক প্রবন্ধগুলিতে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

অন্যদিকে তাঁর ব্যক্তিত্বের মূলকথা হল সৃষ্টিধর্মিতা। যার প্রকাশ ঘটেছে তাঁর কথাসাহিত্যে। তাঁর ছোটগল্পের জগতে মুখ্যত ঃ তিনি প্র. না. বি; উপন্যাসে প্রমথনাথ বিশীর সংযোগে কথাশিল্পী প্রমথনাথের সামগ্রিক পরিচয়। বঙ্গসাহিত্যে একক ও অনন্য প্রমথনাথের সাহিত্যের সব শাখাতেই তিনি ব্যঙ্গরসিক। সে ব্যঙ্গ কোথাও তীক্ষ্ণ ও মর্মভেদী যা চর্মভেদ করে মর্মে প্রবেশ করে। তবুও একথা বলতে হয় তাঁর তীক্ষ্ণধার খড়্গাঘাতে আহত হলেও চমকে উঠে ভাবিয়ে তোলে সেই আঘাত যতটা লাগবার কথা ততটুকু লাগে নি। আবার কোথাও শুধু নির্মলকৌতুকরসে স্নিগ্ধ, কিছুকালের জন্য পাঠকমনে এক ধরণের অনাবিল হাস্যরস সৃষ্টি করে আনন্দরস ধারায় সিক্ত ও প্রসন্ন মনের পরিচয় দেয়। এই শিল্পগুণগুলো তাঁর ছোটগল্পের মধ্যেই সবচেয়ে বেশি লক্ষণীয়। তাঁর গল্পগ্রন্থ 'শ্রীকান্তের পঞ্চমপর্ব' (১৯৪৪), 'শ্রীকান্তের ষষ্ঠপর্ব' (১৯৪৪), 'গল্পের মত' (১৯৪৫), 'গালি ও গল্প' (১৯৪৫), 'ডাকিনী' (১৯৪৫), 'ব্রহ্মার হাসি' (১৯৪৮), 'ধনে পাতা', 'প্রনাবির নিকৃষ্ট গল্প', 'প্রনাবির নিকৃষ্টতর গল্প', 'চাপাটি ও পদ্ম' (১৯৫০), 'নীলবর্ণ শৃগাল' (১৯৫৬), 'অলৌকিক' (১৯৫৭), 'এলার্জি' (১৯৫৮), 'অনেক আগে অনেক দূরে', 'স্বনির্বাচিত গল্প'

(১৯৫০), 'অমনোনিত গল্প' , 'নীরস গল্প সঞ্চয়ন', 'গল্প পঞ্চাশৎ' (১৯৪৮), ' যা হলে হতে পারত' (১৯৬২), ' সমুচিত শিক্ষা' ও ' অশরীরী' প্রভৃতি গল্পগ্রন্থে কথাকৌশলের সাহায্যেই প্রমথনাথ বিশীর হাসির গল্পের দীঘিতে ছোটগল্পের বিদ্রূপ কটাক্ষ ও সাংকেতিক ব্যঞ্জনায় তরঙ্গায়িত হয়ে উঠেছে । হাসি ও গল্পের কাহিনীর সমন্বয়ে পূর্ণাঙ্গ ছোটগল্পের ভাবপ্রবাহ সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্র. না. বি র শিল্পকুশলতা বিশেষভাবে স্মরণীয় ও স্বাতন্ত্র্যমন্ডিত ।

বাংলা কথাসাহিত্যের অন্যতম শাখা উপন্যাসের জগতে প্রমথনাথ বিশী স্বতন্ত্র কলাকার । তাঁর সৃষ্টি ধর্মিতার শ্রেষ্ঠ পরিচয় ঘটেছে মূলতঃ উপন্যাসে । এখনও পর্যন্ত তাঁর সাহিত্যকৃতি সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য গবেষণামূলক কাজ হয় নি। কথাসাহিত্যের অন্তর্গত তাঁর উপন্যাসগুলি বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। শুধু অনবদ্য শিল্পদক্ষতার ও মনোমুগ্ধকর ভাষা নির্মাণ কৌশলেই নয় বিষয়বস্তুর অভিনবত্বে বক্তব্য পরিবেশনের বিশেষ ভঙ্গিমাতে তিনি স্বাতন্ত্র্যতার দাবী রাখেন । উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্তের আঁতের কথাকে তিনি যেমন তাঁর উপন্যাসে অনবদ্য শিল্পদক্ষতায় ফুটিয়ে তুলেছেন তেমনি নিম্নবিত্ত মানুষের নানা বৈচিত্র্যময় জীবনও তাঁর উপন্যাসে মূর্ত হয়ে উঠেছে । প্রমথনাথের সৃষ্টিধর্মিতার চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটেছে সৃজনশীল বিভিন্ন উপন্যাস রচনার মধ্য দিয়ে । তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলো নিয়ে গবেষণামূলক কাজ করবার পরিকল্পনা নিয়েছি ।

কথা সাহিত্যিক হিসেবে তাঁর উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছিল ১৯২৫ সালে । গ্রন্থটির নাম 'দেশের শত্রু' । তিনি তাঁর লেখা এই উপন্যাসটিকে পরবর্তীকালে উপন্যাস হিসেবে স্বীকৃতি দেন নি। তাঁর সর্বশেষ উপন্যাস 'পনেরোই আগষ্ট' (১৯৭৭) তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিতপূর্বে প্রকাশিত হয় । 'বিপুল সুদূর যে' উপন্যাসকে তাঁর প্রথম স্বীকৃত উপন্যাস হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। এই উপন্যাসে আদিম যাযাবর মানুষের কথা মূল উপজীব্য

হয়ে উঠলেও মানবজীবনের উন্মেষ লগ্নের কৃষিসভ্যতার পত্তন মূলবিষয়, এছাড়া প্রাচীন ভারত, মধ্যযুগের ভারত অবলম্বনে লিখেছেন উপন্যাস এছাড়াও আধুনিক ভারতের আধুনিক মানুষকে নিয়ে রচনা করেছেন তাঁর বিভিন্ন উপন্যাস। 'পনেরোই আগষ্ট' উপন্যাসটি তার উজ্জ্বল প্রমাণ। এর মাঝে আছে তার অন্যান্য উপন্যাস 'পদ্মা' (১৯৩৫), 'কোপবতী' (১৯৪৬), 'বিপুল সুদূর তুমি যে' (১৩৭৫), 'জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার' (১৯৩৫), 'চলনবিল' (১৯৪৬), 'অশ্বত্থের অভিশাপ' (১৯৪৭), 'ধুলোউড়ির কুঠি' (১৩৯২), 'নীলমণির স্বর্গ' (১৯৫৪), 'সিন্ধু নদের প্রহরী' (১৯৫৫), 'কেরী সাহেবের মুন্সী' (১৯৫৮), 'লালকেল্লা' (১৯৬৩), 'হিন্দী উইদাউট টীয়ার্স' (১৯৭১), 'পূর্ণাবতার' (১৯৭১), 'বঙ্গ ভঙ্গ' (১৯৭৫), 'পনেরোই আগষ্ট' (১৯৭৭), এছাড়া 'শাহী শিরোপা', 'মহামতি রাম ফাঁসুড়ে' প্রভৃতি উপন্যাসপম গল্পে প্রমথনাথ বৈচিত্র আনয়নের চেষ্টা করেছেন। দেখা যাচ্ছে ১৯২৫ থেকে ১৯৮৫ দীর্ঘ ৬০ বছর ধরে তিনি পর্যায়ক্রমে তাঁর কথাসাহিত্য রচনা করেছেন। বিষয় অনুসারে কথাশিল্পী প্রমথনাথের উপন্যাসগুলিকে প্রধানতঃ দুভাবে ভাগ করা যায় —— সামাজিক ও ঐতিহাসিক। সামাজিক উপন্যাসে নিজস্ব অভিজ্ঞতার আলোকে উত্তরবঙ্গ ও বীরভূমের স্থান কাল পাত্রকে কাজে লাগিয়েছেন। অপরদিকে তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাস ঐতিহাসিক ঘটনার প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন যুগকে কেন্দ্র করে এক ধারাবাহিকতা রক্ষা করবার প্রয়াসী হয়েছেন; যদিও কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে গিয়ে উপন্যাসের প্রয়োজনেই তাঁকে কিছু কাল্পনিক চরিত্রকে আমদানি করতে হয়েছে।

কথাসাহিত্যিক হিসেবে তাঁর জীবনের একপ্রান্তে আছে স্বাধীনতাপূর্ব বাংলার সমাজজীবন ও দেশের অবস্থা অন্যদিকে আছে স্বাধীনতা পরবর্তী পর্ব। যখন তিনি সাহিত্যিক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন, তখন রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় থেকে

শুরু করে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ লিখে চলেছেন। তার অব্যবহিত আগে শুরু হয়েছে কল্লোল পত্রিকাকে কেন্দ্র করে জগদীশ গুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু প্রমুখ আধুনিক লেখক সমাজের। প্রমথনাথের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে এমনি একটি লগ্নে। অতঃপর দেখা দিয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তার অনতিপরে ভারতের স্বাধীনতা লাভ এবং স্বাধীনতা পরবর্তী পর্বে একের পর এক আন্দোলন রাজনৈতিক পটপরিবর্তন এই ভাবেই রাবীন্দ্রিক হাওয়ায় লালিত হয়েও, সেখান থেকে আস্তে আস্তে সরে এসে বিংশ শতাব্দীর বিচিত্র ঘটনাবহুল জীবনধারাকে পর্যবেক্ষণ করেছেন। স্বভাবতই জীবন সম্পর্কে তাঁর একটি বিশিষ্টবোধ ও দর্শন গড়ে উঠেছে। এই জীবনবোধ ও জীবনদর্শনকে তিনি প্রকাশ করেছেন তাঁর কথাসাহিত্যে বিশেষত তাঁর উপন্যাসে।

সময় পরিবর্তনশীল - পরিবর্তমান অখন্ড জীবনপ্রবাহ। সমাজজীবন,রাজনৈতিক জীবন, ধর্মজীবন ও নৈতিক জীবন পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জন্ম নেয় এক পরিবর্তিত মূল্যবোধ। কালপ্রবাহে পালটেছে জীবন, পালটেছে জীবনবোধ তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে পালাবদল ঘটল বাংলা উপন্যাসের বিষয়বস্তু এর ও আঙ্গিক এর। পরিবর্তিত মূল্যবোধ থেকে যে নবচেতনার জন্ম হল তারই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের নতুন পথে পা বাড়াল। নতুন স্বাদের, নতুন জীবনবোধের, নতুন জীবনরস ও নতুন বৈচিত্র্য নিয়ে কথাসাহিত্যিকদের দৃষ্টিভঙ্গীর সীমানা গতানুগতিক পথকে পরিহার করে ভিন্ন ভিন্ন দিকে যাত্রা শুরু করল। বিংশ শতকের প্রারম্ভ থেকে সত্তরের দশকের পূর্ব পর্যন্ত বাংলা উপন্যাসের স্বাভাবিক পালাবদলের সাহায্য করেছে কয়েকটি ভাববিপ্লবকারী উল্লেখযোগ্য ঘটনা ও সংবাদ সেগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে স্বদেশী আন্দোলন, মুসলিম সমাজে জাগরণ, বিপ্লববাদী সংগঠন, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৮), রুশ বিপ্লব(১৯১৭), ফ্রয়েডীয়

মনোবিকলন তত্ত্ব , কন্টিনেন্টাল সাহিত্য , বঙ্কিমচন্দ্র , রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের প্রভাব , কল্লোল পত্রিকার আবির্ভাব , কল্লোল বহির্ভূত একাধিক প্রতিভাধর কথা সাহিত্যিকের আবির্ভাব তারাশঙ্কর, মানিক , বিভূতিভূষণ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরু ও শেষ (১৯৩৯-১৯৪৫), অসহযোগ আন্দোলন, আইন অমান্য আন্দোলন, আগষ্ট বিপ্লব, নেতাজীর আই. এন. এ. গঠন, নৌবিদ্রোহ , সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, স্বাধীনতা লাভ, দেশ বিভাজন, উদ্বাস্তু সমস্যা, কংগ্রেসী শাসনব্যবস্থার পাশাপাশি সাম্যবাদী আন্দোলনের প্রবল জোয়ার , ভারত চীন সংঘর্ষ , কংগ্রেসের রাজ্য শাসনভার ত্যাগ ও বামপন্থীদের ক্ষমতায় আগমন এই সমস্ত ঘটনা বাংলা উপন্যাসের বিষয় ও আঙ্গিকের পালাবদল ঘটাল।

রাজনৈতিক এই অস্থিরতার ফলশ্রুতি হিসেবে সামন্ততন্ত্র ও জমিদারতন্ত্রের অবক্ষয়, যন্ত্রসভ্যতার বিকাশ, জীবনযাত্রায় আতঙ্ক ও উত্তেজনা, সামাজিক অবক্ষয়, নরনারীর দেহসম্পর্ক ভাবনার বিকৃতি, পুরনো মূল্যবোধের ভাঙন, দারিদ্র্য, বেকারত্ব, কালোবাজারী, অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা, অর্থনৈতিক জটিল পরিস্থিতি, শ্রমিক আন্দোলন, জীবন-মৃত্যু-স্নেহ-প্রেম প্রভৃতি মূল্যবোধের সংশয়, হতাশা, নিঃসঙ্গতা এই দোলাচলচিত্ত যুগের পটভূমিকায় বিচিত্র জীবন পিপাসা সাহিত্যের উপাদান রূপে দেখা দিল। তার বাস্তব প্রতিফলন ঘটল সাহিত্যে। নায়ক নির্মাণ কাঠামো পরিবর্তিত হল রাজা, জমিদার, অভিজাতশ্রেণীর নায়কদের পরিবর্তে কল্লোল, কালিকলম, প্রগতি প্রভৃতি পত্রিকায় নায়ক হয়ে উঠল সাধারণ মানুষ। উপন্যাসের শিল্পকলা ও আঙ্গিক প্রভৃতি প্রকরণের ক্ষেত্রে প্রতীচ্য উপন্যাস শিল্পের ধরণে বাংলা উপন্যাসের সৃষ্টি হল।

বাংলা উপন্যাস প্রধানতঃ দুটি যুগনির্ভর - একটি ক্লাসিক্যাল যুগ অপরটি আধুনিক যুগ। ক্লাসিক্যাল যুগের তিন প্রতিভা - বঙ্কিমচন্দ্র , রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র এবং আধুনিক

যুগের চারজন ঔপন্যাসিক বিভূতিভূষণ,তারাশঙ্কর, মানিক ও বনফুল । 'কল্লোল', 'কালিকলম', 'প্রগতি', 'নারায়ণ', 'শনিবারের চিঠি' প্রভৃতি পত্রিকাকে কেন্দ্র করে তরুণ লেখকগোষ্ঠী নূতনত্বের নান্দীপাঠে মনোনিবেশ করলেন। বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র প্রভাবিত ক্লাসিক্যাল সাহিত্য দৃষ্টির নীড় তরুণ লেখক গোষ্ঠীকে আশ্রয়দান করতে পারে নি।

তবুও অকপটে একথা বলা যায় বাংলা কথাসাহিত্যে চার পুরুষের প্রভাব ছিল সুদূর প্রসারী। বঙ্কিমচন্দ্রকে যদি প্রথম পুরুষ বলা যায় তাহলে রবীন্দ্রনাথ দ্বিতীয় পুরুষ, শরৎচন্দ্র তৃতীয় পুরুষ এবং তারাশঙ্কর, মানিক ও বিভূতিভূষণ চতুর্থ পুরুষ। অত্যাধুনিক সাহিত্যিক গোষ্ঠী এই চতুর্থ পুরুষের উত্তরসূরী। প্রমথনাথ আধুনিক যুগের কথাশিল্পী । বঙ্কিমচন্দ্র ও মধুসূদনের কাল্‌টে বিশ্বাসী প্রমথনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের গঠনরীতি এবং রবীন্দ্রনাথের কাব্যধর্মিতার প্রভাবে প্রভাবিত হলেও বাংলা উপন্যাসে তিনি নূতন স্বাদের স্পর্শ এনেছিলেন বলেই তিনি এক সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পথের পথিক রূপে চিহ্নিত । প্রকৃতপক্ষে একালের পূর্বোক্ত সময়সীমার মধ্যে বেঁচে থেকে প্রমথনাথ বিশী বহুলাংশে, বিশেষতঃ লেখক হিসাবে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে গেছেন । এই স্বাতন্ত্র্য তাঁর উপন্যাসের বিষয়বস্তু নির্বাচনের মধ্যে এমনকি আঙ্গিকের মধ্যেও নিহিত আছে। কিভাবে তাঁর উপন্যাসের বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকের বিকাশ ঘটেছে, সর্বোপরি রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কথাসাহিত্যে তাঁর যথার্থ অবদান কি, সে বিষয়ে এখনও পর্যন্ত গবেষণামূলক কোন কাজ হয় নি। অথচ এমন একটি গবেষণা প্রকল্প নানা দিক থেকেই মূল্যবান বলে মনে হয় ।

আমার গবেষণা অভিসন্দর্ভের বিষয় হল প্রমথনাথ বিশীর উপন্যাসের বিষয়বস্তু ও আঙ্গিক কাজেই উপন্যাসের বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকের বিশ্লেষণ আলোচনার অপেক্ষা রাখে।

শিল্পকর্মের দুটো দিক একটি বিষয়বস্তু অপরটি আঙ্গিক। আপাতদৃষ্টিতে দুটিকে দুদিক থেকে দেখা হলেও উভয়ই পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ।আঙ্গিক রূপকর্মের বিভিন্ন দিক, এর অর্থ হল অঙ্গের করণ । বিষয়কাহিনী, চরিত্র, ঘটনা, নাটকীয়তা, কবিত্ব, তত্ত্ব, ভাষা হল আঙ্গিক। কাজেই বিষয় ও আঙ্গিকেরই অংশস্বরূপ - সমগ্রতার দ্যোতক ।

বিষয়বস্তু হল বিষয়কে আশ্রয় করে বক্তব্যের রূপক। কাহিনী ও চরিত্রের রূপান্তরের মাধ্যমে জীবন সম্বন্ধে বক্তব্যের বহিঃপ্রকাশ ।বর্তমান সময়ের পটভূমিতে গতিশীল মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার দ্বন্দ্বময় ও বহুমাত্রিকরূপের অনুসন্ধানই উপন্যাসের বিষয়বস্তু । সমকালীন যুগ + শিল্পগত ঐতিহ্য + লেখকের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য = লেখকের সমাজচেতনা। এই সমাজচেতনার সঙ্গে সময়চেতনা, ইতিহাসচেতনা ও লেখকের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের যোগফল। বিষয়বস্তু হল দ্বন্দ্বময় জীবন প্রবাহের শিল্পাঙ্গিকের সারসত্য কাজেই এই বিষয়বস্তুকে ধরে রাখবার জন্যই আঙ্গিকের প্রয়োজন ।

আঙ্গিকের দুটো বিষয় বেশি গুরুত্বপূর্ণ তা হল কাহিনী নির্বাচন, চরিত্র সৃষ্টি এই দুটিকে উপন্যাসের কঙ্কাল বলা হয় আবার সুখপাঠ্য ভাষা এই কঙ্কালকে রমণীয় করে তোলে। কাজেই উপন্যাসের আঙ্গিক প্রকরণে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ।

ক) প্লট, আখ্যান বা গল্পগঠন কৌশল , উপন্যাসের সূচনা ও সমাপ্তি ।

খ) উপস্থাপন রীতি ।

গ) চরিত্র সৃষ্টি ও চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ।

ঘ) অতীতচারিতা বা ফ্লাশব্যাক ।

ঙ) নাটকীয়তা ।

চ) সুখপাঠ্য ভাষা ও রচনাশৈলী ।

বিষয়বস্তুর যেমন পরিবর্তন ঘটে তেমনি আঙ্গিকেরও পরিবর্তন ঘটে কথাসাহিত্যিকদের গ্রন্থে গ্রন্থে । লেখকের সমাজচেতনার চাপে আঙ্গিকেরও পরিবর্তন ঘটে। অর্থাৎ সমাজ > সমাজচেতনা > পরিবর্তন > সাহিত্যের বিষয় > আঙ্গিক। সূর্যের জ্বলন্ত অগ্নিপিন্ড ও সূর্যের কিরণ যেমন পৃথক হয়েও পৃথক নয় তেমনি সাহিত্যের বিষয়বস্তু ও আঙ্গিক পৃথক হয়েও অভিন্ন। এটাই বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকের মূলকথা। তবুও প্রচলিত সমালোচনায় বিষয়বস্তু ও আঙ্গিককে দুটো আলাদা অধ্যায়ে ভাগ করে গবেষণা অভিসন্দর্ভ রূপায়ণের চেষ্টা করেছি।

প্রমথনাথের 'দেশের শত্রু' উপন্যাসের বিষয়বস্তু থেকে পরবর্তী উপন্যাস 'পদ্মা' ও 'কোপবতী'র বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকের পরিবর্তন ঘটেছে। আবার 'জোড়াদীঘির উদয়াস্ত' থেকে 'কেরী সাহেবের মুন্সী', 'লালকেল্লা' , 'বঙ্গভঙ্গ' , 'পনেরোই আগষ্ট' উপন্যসের বিষয় ও আঙ্গিকের উত্তরোত্তর বিকাশলাভ ঘটেছে এবং বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকের অনিবার্য পরিবর্তন ঘটেছে যুগজীবনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই প্রমথনাথ বিশীর উপন্যাস সম্পর্কে বর্তমান গবেষণা প্রকল্পের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।